আমার বক্তব্য

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
(শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী, মঠরক্ষক,
একজিকিউটার ও সেবাইত)

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।
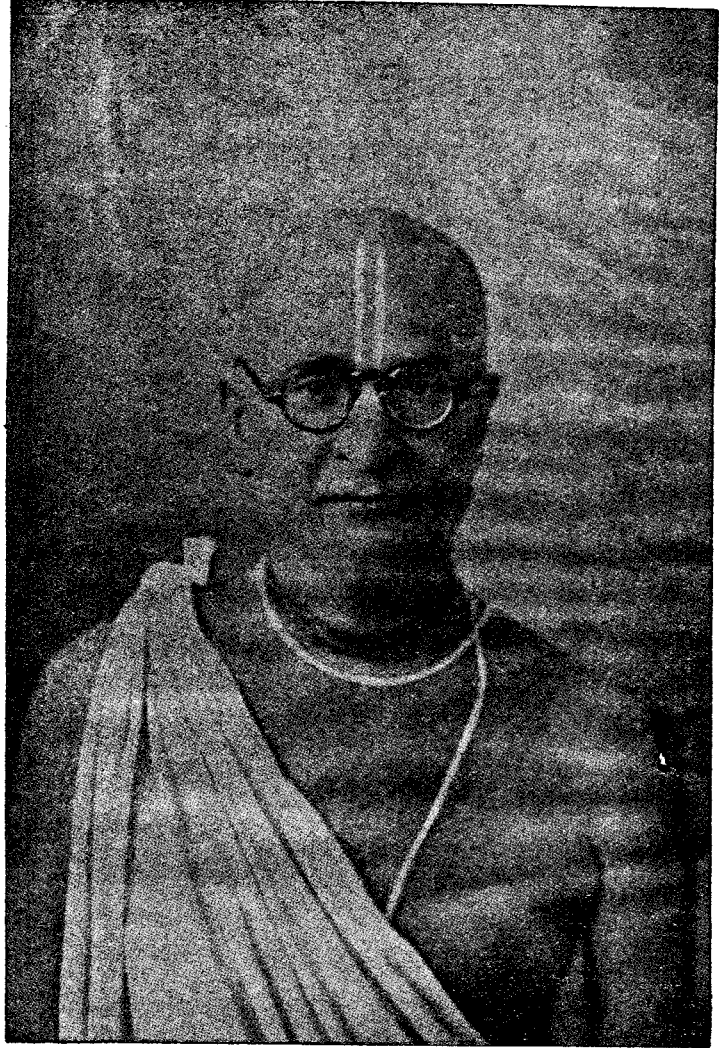
আমার বক্তব্য।

পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হওয়ার অব্যবহিত পরেই পরম দুর্ভাগ্যবশে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বাহ্যপ্রতীতিতে এক কলঙ্কময় যুগের অভ্যুদয় হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কেন না, আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম কেবল একজন সাম্প্রদায়িক আচার্য্য মাত্র ছিলেন না, কয়েকটী মঠ ও মন্দির প্রকাশ করিয়াই তাঁহার কার্য্যের পরিসমাপ্তি ঘটে নাই, তিনি জগতে আসিয়াছিলেন পরিপূর্ণতম বস্তুর পরিপূর্ণতম-সেবার কথা জানাইতে; শুধু জানাইতে নহে স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক অপরকে শিক্ষা দিতে; তিনি চাহিয়াছিলেন প্রত্যেক জীবহৃদয়কে চেতনমঠরূপে প্রকাশিত করিয়া তাহাতে পূর্ণতম বস্তুর পূর্ণতমা সেবা বিস্তার করিতে। তিনি সর্ব্বপ্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়াও আমাদের ন্যায় পতিত জীবকুলের উদ্ধারের জন্য অনুক্ষণ যে বিমল-কীর্ত্তন-বারি-গঙ্গার স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, যাহাতে অবগাহন করিলে মানব 'সর্ব্বাত্মস্নপন' হইয়া শ্রীনামভজনে সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ করিয়া চরম কল্যাণ বরণ করিতে পারে; সেই কীর্ত্তনবারিগঙ্গায় স্নাত ব্যক্তিগণের চরিত্রে এরূপ কালিমা প্রকাশিত হওয়া সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক, তাই বলিয়াছিলাম—ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম কত না প্রকারে, কত না কৌশলে আমাদিগকে সংশোধন করিয়া তাঁহার অভীষ্টদেবের পূর্ণসেবায় অধিকার দিবার প্রযত্ন করিয়াছেন। আজ তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক কি করিতে বসিয়াছি তাহা

কি একবারও ভাবিব না? একবারও কি ভাবিব না তাঁহার অলৌকিক চরিত্রের কথা—তাঁহার অতিমর্ত্ত্য ব্যবহারের কথা—তাঁহার অপরিসীম দয়ার কথা—তাঁহার অতুলনীয় ভক্তবাৎসল্য স্নেহগুণের কথা—তাঁহার হাস্য-লাস্য অপ্রাকৃত মধুর মূরতির কথা, যাঁহাকে দেখিলে পরম পাপীও সদ্য পবিত্র হইত—যাঁহার মুখনিঃসৃত বীর্য্যবতী চেতনবাণী শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয় পর্য্যন্ত গলিয়া যাইত সেই প্রভুবরের কথা কি আজ একবারও স্মরণপথে আসিবে না? যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও সেই সকল কথা স্মৃতিপটে উদিত হয়, তাহা হইলে আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে যে নিদারুণ বিভীষিকার চিত্র প্রকাশিত হইয়া কলঙ্কময় নবযুগের সূচনা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কি কোন কর্ত্তব্য আমাদের নাই? যদি একদিনের জন্যও শ্রীলপ্রভুপাদের বিন্দুমাত্র কৃপা পাইয়া থাকি, তাহা হইলে তাঁহার অসমোর্দ্ধ-শিক্ষাকে অটুট রাখিবার জন্য, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটী যাহাতে তাঁহার মনোঽভীষ্টানুসারে পরিচালিত হয় তজ্জন্য কি আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই? তাঁহার শিক্ষাকে আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া নিজেচ্ছামত মতবাদ প্রচার করা যেমন অপরাধের বিষয় তদ্রূপ তাঁহার মনোঽভীষ্টানুসারে সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ না করিয়া নিজ নিজ খেয়াল চরিতার্থ করিতে যাওয়াও অপরাধের বিষয়।

সুদীর্ঘ ত্রয়োবিংশ বর্ষ যাবৎ শ্রীল প্রভুপাদের অকৃত্রিম করুণা ও স্নেহে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, তাঁহার আজ্ঞানুসারে যথাসাধ্য সেবা করিবার চেষ্টা করিয়া, আজ যদি তাঁহার মনোঽভীষ্টানুসারে তাঁহার শেষ আদেশবাণী পালন করিতে গিয়া সহস্র বিপদ্, সহস্র বাধা-বিপত্তিকে তাঁহারই অনুকম্পা বলিয়া বরণ করিতে না পারি তাহা হইলে তিনি কি প্রসন্ন হইবেন? অনেকে বলিয়া থাকেন "কুঞ্জবাবুর প্রচেষ্টাতেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশ্বতোমুখী প্রচার কার্য্য অতি অল্পদিনের মধ্যে সফলতা লাভ করিয়াছে"; কেহ বলেন "কুঞ্জবাবুই গুরুমহারাজের দক্ষিণহস্তস্বরূপ থাকিয়া মঠের যাবতীয় কার্য্য

বিশেষ সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন, আজ তিনি থাকিতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের এরূপ অবস্থা কেন? এমনকি শুনা যায় গুরুমহারাজ নাকি তাঁহাকেই মঠাদির যাবতীয় কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন?" অপরদিকে আমাকে লোকলোচনে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য কেহ কেহ ষড়যন্ত্রমূলে নানাবিধ মিথ্যা অপবাদ দিয়া বিজ্ঞাপনাদি প্রচার মুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের নামের কলঙ্ক করিতেছেন। ঐ সকল মুদ্রিত বিজ্ঞাপনাদি পাঠ করিয়া কেহ কেহ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন যে "কুঞ্জবাবু ঐ সকলের যখন কোন প্রতিবাদ করিতেছেন না, তখন নিশ্চয়ই তিনি দোষী, তাহাতে সন্দেহ নাই।" এই প্রকার নানা কথার অবতারণা হইতেছে বলিয়া আমি কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই বক্তব্য প্রকাশে প্রয়াসী হইয়াছি। জানিনা আমার এই ক্ষুদ্র বক্তব্য পাঠে কেহ পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেন কি না?

যাহারা বলেন,—"কুঞ্জবাবুর চেষ্টাতেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্য সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে এবং যাবতীয় উন্নতির মূলদেশে রহিয়াছে কুঞ্জবাবুর সেবাচেষ্টা।"—তাহাদিগকে আমি এই বলিতে চাই যে শ্রীগৌড়ীয়মঠ বৈকুণ্ঠ বস্তু, উহার প্রতিষ্ঠাতা আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম; শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টসংস্থাপকবর শ্রীরূপাভিন্ন মদীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্য-বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যবাণীপীঠস্বরূপ শ্রীগৌড়ীয়মঠকে প্রপঞ্চে অবতরণ করাইয়া নিখিল জীবকুলের মঙ্গলের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং এবং কৃপাশক্তিসঞ্চারিত নিজ সেবকগণকে দিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বিজয়-পতাকা বিশ্বের সর্ব্বত্র উড্ডীন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট পূরণ করিয়াছেন। আমাদের ব্যক্তিগত কোন কৃতিত্ব তাহাতে নাই বা থাকিতে পারে না, তবে তিনি যে মাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তিকে যন্ত্র-রূপে স্বীকার করিয়া তাঁহার এই সুমহান্ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন ইহাই

আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় এবং তাঁহার অহৈতুকী কৃপার নিদর্শন স্বরূপ। তিনি সেবক-বাৎসল্যগুণে গুণী বলিয়া আমার ন্যায় অত্যন্ত অধমকেও নিজ শ্রীপাদপদ্মে অত্যন্ত বিশ্রস্তভাবে স্থান প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সেবা করিবার শক্তি সমর্পণ করিয়া অল্পসেবাকেও বহুমানন করিতেন এবং বহুপ্রকার প্রশংসাসূচক আশীর্ব্বাদ করিয়া 'কাক্‌কে গরুড় করে ঐছে দয়াময়' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। অমন্দোদয়-দয়া-বারিধি শ্রীলপ্রভুপাদ আমাকে কতনা প্রকারে দয়া করিয়াছেন তাহা ভাষায় বর্ণন করা যায় না। তাঁহার দয়াগুণের তুলনা তিনিই। তাই তিনি শ্রীচৈতন্যের করুণাবিগ্রহ বলিয়া পূজিত।

যাঁহারা বলেন,—"গুরুমহারাজ যখন কুঞ্জবাবুকেই মঠের যাবতীয় ভারার্পণ করিয়াছেন, তখন তিনি থাকিতে মঠের এত দুরবস্থা কেন?" তদুত্তরে আমি বলিতে চাই;—যাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, যাঁহার দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া, যাঁহার কোটীচন্দ্র-সুশীতল-পাদপদ্মছায়ায় সুদীর্ঘ ত্রয়োবিংশ বর্ষ অবস্থান করিয়া, যাঁহার মনোঽভীষ্টানুসারে মঠের সেবাকার্য্য নিজ ক্ষুদ্র যোগ্যতানুসারে এতদিন সম্পাদন করিয়াছিলাম আজ যদি তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যক্তিবিশেষের স্বকপোল-কল্পিত বিচারকে বহুমানন করিতে হয়, শ্রীগুরুদেবের আদেশবাণীকে উল্লঙ্ঘন করিতে হয়, তাহা হইলে আমি অসমর্থ। মনে হয়, আমি শ্রীল প্রভুপদের মনোঽভীষ্টানুসারে তাঁহার প্রকটকালে যেরূপভাবে তদানুগত্যে কার্য্য করিয়াছি, বর্ত্তমানে সেই আনুগত্য পরিহার পূর্ব্বক সাজান বা কল্পিত বস্তুর বা ব্যক্তির সেবায় আত্মনিয়োগে অপারগ হওয়ায়ই আজ মঠের এ দুরবস্থা ঘটিয়াছে। তাই আজ কলঙ্ক ও অপবাদের ঝুড়ি মস্তকে বহন করিতেছি। তথাপি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার অপ্রকটের অব্যবহিত পূর্ব্বে অশ্রুসিক্তনয়নে যে শেষ আদেশরাজি আমাদের মঙ্গলের জন্য, তথা নিখিল জগতের কল্যাণের

জন্য রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ভুলিতে পারিবনা, তাঁহার আনুগত্য শুধু এ জীবনে কেন, নিত্য জীবনে যেন পরিহার করিতে না হয়, তাহাই সকলের নিকট আমার সকাতর প্রার্থনা; সর্ব্বদা যেন শ্রীল প্রভুপাদের ঐ উৎসাহময়ী বাণী সম্পুটকে হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হই। **"অকৈতব কৃষ্ণ-ভক্তির কথা বহুলোক গ্রহণ কর্‌ছে না দেখে আপনারা নিরুৎসাহিত হ'বেন না—শত বিপদ্‌, শত লাঞ্ছনা, শত গঞ্জনা সত্ত্বেও নিজ ভজন, নিজসর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়্‌বেন না।"** আমার শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-প্রদর্শিত আচরণ ও শিক্ষা পরিত্যাগ করিবার বিচার যেন মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ে স্থান না পায়। শুধু তাহা নহে—আমার প্রভুর প্রতিষ্ঠিত (মঠাদি) তাঁহার মনোঽভীষ্টানুসারে পরিচালনের যে গুরুভার আমার ন্যায় অযোগ্য পাত্রে অর্পণ করিয়াছেন তাহা প্রতিপালনের জন্য যেন শত বাধা শত বিপদ্‌কে বরণ করিয়া লইতে পারি। জগতের লোক যাহা বলে বলুক, আমি যেন আমার প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে তাহার দাস্য করিবার জন্য নিত্যকাল প্রস্তুত থাকিতে পারি।

যাঁহারা বলেন,—'সাপ্তাহিক গৌড়ীয়', 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের', নানা প্রবন্ধে, নিবন্ধে এবং বিভিন্ন বিজ্ঞাপনাদি প্রচার করিয়া কুঞ্জবাবুর এত নিন্দাবাদ সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং নীরব কেন? এবং কোনযোগ্য প্রতিবাদ করেন না কেন? তবে কি আমরা তাঁহাকে দোষীই সাব্যস্ত করিব?" তাঁহাদের এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদানে আমার খুব ইচ্ছা না থাকিলেও বন্ধুগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াই বক্তব্য-স্বরূপে ২।৪টী কথা লিখিতেছি। আশা করি, বুদ্ধিমান্ নিরপেক্ষ পাঠকগণের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট হইবে।

পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ শিরে গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের তলে অবস্থান করিয়া এই সুদীর্ঘ ত্রয়োবিংশ বর্ষ বিশেষ

দায়িত্বের সহিত শ্রীমঠের সেবাকার্য্য করিতে প্রয়াসী ছিলাম। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকটসময়েও আমাকে ডাকিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমুদয় মঠের যাবতীয় দায়িত্বপূর্ণ পরিচালনভার দিয়া গিয়াছেন, তদ্ব্যতীত তৎকৃত উইলেও সেবাকার্য্যের নির্দ্দেশ ও ভারার্পণ করিয়া যে দায়িত্ব দিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়াই আমি অনেক বিষয়ে নীরব থাকি। শ্রীলপ্রভুপাদ বলিয়াছেন,—**"আপনারা পরস্পর বিরোধ করিবেন না।"** তিনি আমাকে আরও বলিয়াছিলেন, **"আপনি** Callous and Courageous **হইবেন।"** তাই আমি সেই আদেশবাণী শিরে গ্রহণ করিয়া এতদিন সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের সহিত 'Callous' ছিলাম, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত মঠাদিতে যাহাতে কোনরূপ ব্যভিচার প্রবেশ না করে, যাহাতে শ্রীগুরুদেবের প্রদর্শিত আচারপ্রচারের বদলে স্বকপোল-কল্পিত মতবাদ প্রচারিত না হয়, যাহাতে শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশানুসারে পূর্ব্ববৎ যাবতীয় সেবাকার্য্য চলিতে থাকে তাহারই জন্য Courageous হইয়া শ্রীগুরুদেবপ্রদত্ত দায়িত্ব লইয়াই কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছি। অবশ্য বলাবাহুল্য, এই দায়িত্বকে আমি পরম আদরে শিরে গ্রহণ করিয়াই নিজকে পরম গৌরবান্বিত মনে করি। জানিনা, শত লাঞ্ছনা, শত গঞ্জনা সহ্য করিয়াও শ্রীগুরুদেবের এই দায়িত্বপূর্ণ সেবা করিতে শক্তি ও বল পাইব কিনা। তথাপি যাঁহারা মনে করিতেছেন যে আমাকে লোকলোচনে হীন প্রতিপন্ন করিয়া, অথবা নানাবিধ বিপজ্জালে জড়িত করিয়া তাঁহাদের মঠভোগরূপ অসৎকার্য্যের সহায়তা করিতে বাধ্য করিবেন সে আশা তাঁহাদের বিফল। তাঁহারা আমার প্রদত্তচিঠি-পত্র ব্লক করিয়া আবশ্যক-মত অংশ বিশেষকে তারকা চিহ্ন দ্বারা গোপনে রাখিয়া অবশিষ্টাংশের অপব্যাখ্যামূলে যে সকল কথা প্রকাশ করিতেছেন, তাহার প্রত্যুত্তরে আমার বহু কথা থাকিলেও আমি শুধু তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণপূর্ব্বক একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি যে

কিপ্রকার প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতামূলে তাঁহারা তাঁহাদের অপস্বার্থের সিদ্ধি করিতে বসিয়াছেন ? সাধুসজ্জন তো দূরের কথা, সাধারণ মানব পর্য্যন্ত এইরূপ ঘৃণিত কার্য্য করিতে পারে কি না যাহা আজ তাঁহারা ধর্ম্মের নামে, সাধুর বেশে করিতে বসিয়াছেন! আজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার এই হতভাগ্য শিষ্যগণের ক্রিয়াকলাপ সন্দর্শনে কিরূপ ব্যথিত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন তাহা কি ইঁহারা একবারও ভাবিবেননা ? শ্রীল-প্রভুপাদের আচরণ ও শিক্ষার কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও কি স্মরণপথে আসিবে না ? যদি আসিত তাহা হইলে কি আজ এহেন হেয় কুৎসিত কার্য্যে ইঁহারা রত হইতে পারিতেন ? জানিনা কি দুষ্কৃতির ফলে ইঁহারা এইরূপ কার্য্য করিয়া শ্রীগুরুদেবের নামে কলঙ্ক আনয়ন করিতেছেন ? শ্রীগুরুদেব কি ইঁহাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন না ? প্রভু কি পুনরায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহার স্নেহসিক্ত-কৃপাবারিসিঞ্চনে মঙ্গল বিধান করিবেন না ? হে দয়াময় প্রভো, তোমার অধম শিষ্যগণ আজ বিপন্ন, বিপথে পরিচালিত, তোমার প্রদর্শিত ভক্তিপথ আজ আবার কোটি কণ্টকের দ্বারা রুদ্ধ ; হায়, হায়, এ বিপদে তুমি যদি রক্ষা না কর তাহা হইলে তোমার অধম শিষ্যগণ বিপথগামী হইয়া নিজের এবং জগতের অমঙ্গল সাধনে ব্রতী হইবে। তুমি কৃপাপূর্ব্বক স্নেহপরবশ হইয়া আমাকে যে দায়িত্বভার অর্পণ করিয়াছ তাহাই বা এ সঙ্কটে পালন করি কি করিয়া ? হে বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেব ! শক্তি দাও প্রভো, তোমার ঐ আশির্ব্বাণীটী পালন করিতে—শত বিপদ্, শত লাঞ্ছনা, শত গঞ্জনা সত্ত্বেও যেন তোমার আদেশ পালনে নিরুৎসাহিত না হই। ইহারা অবুঝ সন্তান তোমার, ইহাদের ক্ষমা করিও।

হে গুরুদেব, তোমার শ্রীপাদপদ্মে অবস্থান করিয়া তোমারই শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম—'তৃণাদপি সুনীচ', 'তরুর ন্যায় সহিষ্ণু', 'অমানী' ও 'মানদ' না

হইলে হরিকীর্ত্তন হয়না ; এই প্রসঙ্গে তুমি যাহা বলিয়াছিলে তাহাও আজ পুনঃপুনঃ স্মরণ করিতেছি—"শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট হ'তে তৃণাদপি সুনীচ হওয়ার উপদেশ পেলাম ; আমাকে যদি কেউ আক্রমণ করে, তখন আমার তাহা সহ্য ক'রে হরিনাম করা উচিত—আমার তখন জানা উচিত যে, আজ ভগবান্ আমাকে কৃপা ক'রে 'তৃণাদপি সুনীচ' হওয়ার অবসর প্রদান ক'রেছেন, এরূপ জেনে আমার হরিনামে আরও উৎসাহান্বিত হওয়া উচিত। **কিন্তু কেউ যদি আমার গুরুবর্গের উন্নত পদবীর অমর্য্যাদা করে তবে তা'কে বল্‌ব—"ওরে পাষণ্ডী, তুই বৈষ্ণবের সুনীচতা বুঝতে পারছিস্‌নে, ভগবানের বক্ষে—স্কন্ধে মস্তকে রাখবার বস্তু যে 'বৈষ্ণব', তাঁকে তুই তোর চেয়েও নীচ মনে কর্‌ছিস্?** তো'তে যে ঘৃণ্য ব্যাপার আছে তা' তুই বৈষ্ণবে আরোপ কর্‌ছিস্ কোন্ সাহসে ? পাষণ্ডী কর্ম্মী তুই, জানিস্‌নে—সমস্ত মঙ্গল মূর্ত্তি হাত যোড় ক'রে যে বৈষ্ণবের সেবা-প্রতীক্ষায় সতত দণ্ডায়মান, সেই বৈষ্ণবদের নিন্দা কর্‌লে তোর অমঙ্গল যে অবশ্যম্ভাবী। বৈষ্ণবের বিদ্বেষ কর্‌লে জীবনের পরম অমঙ্গল ঘটে। বৈষ্ণব-নিন্দককে সমুচিতভাবে দণ্ডিত কর্‌তে হবে,—ইহাই তৃণাদপি সুনীচতা, সহিষ্ণুতা, **কিন্তু যখন কেউ ব্যক্তিগত-ভাবে আমাকে গালি-গালাজ কর্‌তে থাক্‌বেন, তখন আমি জান্‌বো,—যে সকল লোক অসুবিধায় পড়্‌বেন, ভগবান্ তাঁদের দ্বারা আমার মঙ্গল বিধান ক'রে দিচ্ছেন। ভগবান্ যখন আমাকে দয়া করেন, তখন অসংখ্য মুখে অসংখ্য প্রকার কটু কথা বা'র ক'রে আমাকে সহ্যগুণ শিক্ষা দেন। ভগবান্ আমাকে জানান,—দুনিয়ার নিন্দা সহ্য কর্ত্তে না শিখ্‌লে 'হরিনাম' করবার অধিকার হয় না।"**

হে গুরুদেব, আপনার উপরি উক্ত শিক্ষা আমার আদর্শ হউক, আপনার বহুশিষ্য যদিও আজ বিপথগামী হইয়া আমাকে নানাপ্রকার কটূক্তি বর্ষণ করিতেছেন তথাপি আপনি তাঁহাদিগকে ক্ষমা করুন, আর আমি উহা আপনার প্রদত্ত পূর্ব্বোক্ত-শিক্ষানুসারেই গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছি। তাঁহারা আমাকে লোকচক্ষে হীন প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেও, নানাভাবে অপদস্থ করিতে চাহিলেও যেন প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা না হয় বা প্রতিবাদ করিয়া নিজের দোষক্ষালন পূর্ব্বক সাধুত্ব জাহির করিয়া অপরকে দোষী প্রমাণ করিতে যেন ব্যস্ত না হই বা কেহ আমাকে আঘাত করিলে শক্তি থাকিলেও যেন প্রতি-আঘাত করিবার প্রবৃত্তি আমার কোন দিন না হয়। তথাপি সত্যপ্রকাশের জন্য কয়েকটী কথা লিখিতেছি। অনেকে বলেন, আমি আচার্য্য স্বীকার করিয়া বর্ত্তমানে করিতেছি না। তদুত্তরে আমার বক্তব্য যে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শেষ আদেশবাণী অনুসারে আমি কোন ব্যক্তিবিশেষকে সমুদয় মঠের একচ্ছত্র আচার্য্য বা শ্রীল প্রভুপাদের একমাত্র অধস্তন আচার্য্য বলিয়া স্থাপন করিতে পারিনা বা করি নাই। বিশেষতঃ শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেও কাহারও সম্বন্ধে ঐরূপ কোন ইঙ্গিত পর্য্যন্তও পাই নাই। শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল মহাশয় শ্রীযুক্ত অনন্ত বাসুদেব ব্রহ্মচারীকে আচার্য্যপদে বসাইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠেন এবং আমাকে সেই সংবাদ জানাইলে আমি পত্রোত্তরে লিখিয়াছিলাম যে, ব্যক্তিগতভাবে বাসুদেব প্রভুর আচার্য্যত্বে আমার আপত্তি নাই। এই কথার প্রকৃত অর্থ এই যে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত সমুদয় মঠের একচ্ছত্র আচার্য্যপদে তাঁহাকে স্থাপন করিবার ক্ষমতা আমার নাই। তবে শ্রীল প্রভুপাদের যে সকল নিষ্কপট সেবক সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া কায়মনোবাক্যে প্রভুবাণী আচরণপূর্ব্বক প্রচার করেন, তাঁহাদের সকলেরই আচার্য্যত্বে আমার ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস চিরকালই আছে ও থাকিবে। তদনুসারে বাসুদেব যদি মঠের অন্যান্য আচার্য্যগণের

ন্যায় শ্রীল প্রভুপাদের বাণী আচরণপূর্ব্বক প্রচার করে, তাহা হইলে তাহার আচার্য্যত্বে আমার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকিবে। ঐ প্রকার মর্ম্মে লিখিত আমার পত্রের উদ্দেশ্য বুঝিয়াও স্বার্থ-তুষ্ট অভিসন্ধি-সাধনের জন্য শ্রীযুক্ত নিশিবাবু শ্রীব্যাসপূজাকালে উক্ত ব্রহ্মচারী মহাশয়কে স্বীয় অভিভাষণ-মধ্যে আচার্য্য বলিয়া ঘোষণা করেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের অব্যহিত পূর্ব্বে নিশিবাবু শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার অপ্রকটে কে গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য হইবেন?" তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে এবিষয়ে মাথা ঘামাইবার জন্য নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীগুরুদেবের সেই নিষেধাজ্ঞা পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়া এবং তথায় সমাগত শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ বন মহারাজ, শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজপ্রমুখ আচার্য্য গণের নিষেধ সত্ত্বেও বাসুদেবের সহিত পরামর্শ যোগে ঐ কার্য্য করেন। সেই মুহূর্ত্ত হইতেই শ্রীগৌড়ীয়মঠে কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়। উহাঁরা সেই অবধি সাপ্তাহিক গৌড়ীয়, দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে ঐ আচার্য্য ঘোষণা করিতে থাকেন। অবশেষে শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমণকালে এই ব্যাপার লইয়া তুমুল বিবাদ এবং মত বৈষম্য উপস্থিত হয়। তাহার ফলে সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানটীর গৌরব চিরতরে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইলে, আমি বহু লোকের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এবং প্রতিষ্ঠান রক্ষার জন্য শ্রীল প্রভুপাদকর্ত্তৃক আচার্য্যপদে নিয়োজিত ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী মহারাজগণের সহিত প্রভু-বাণী প্রচারের সহায়তাকল্পে উহাকেও একটী 'আচার্য্য'-উপাধি প্রদান করিয়াছিলাম। ইনি ব্রহ্মচারী হওয়ায় সন্ন্যাসিগণের ন্যায় ইহার কোন আচার্য্য উপাধি ছিল না বা কোন 'আচার্য্য' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতেও কোন আচার্য্য উপাধি লাভ করিতে পারেন নাই। কাজেই বিবাদ-নিষ্পত্তির জন্য, প্রতিষ্ঠান সংরক্ষনার্থ এবং উহাকে শ্রীল প্রভুপাদের সেবা কার্য্যে উৎসাহিত করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম

আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলাম। কিন্তু বাসুদেবের এবং তৎপক্ষীয় লোকসমূহের গুরুদ্রোহিতাকার্য্যে আমার কোন প্রকার সহানুভূতি নাই। শ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রার্থনা করি, উহাঁদের চিত্তবৃত্তি সংশোধিত হইয়া শুদ্ধ গুরুসেবায় নিযুক্ত হউক।

আমার কতিপয় বন্ধু (?) লোকচক্ষে আমাকে হীন প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে এবং কতকগুলি অবুঝ লোককে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য বলিতেছেন যে, আমি "শ্রীগুরুপাদপদ্মে জাতিবুদ্ধি" করিয়াছি। এই অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা ও অভিসন্ধিমূলে কল্পিত। আমি ধর্ম্মাধিকরণে আমার এভিডেবিটে শ্রীল প্রভুপাদ-সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছি যে, "**He is Vaisnava God-incarnate to whom absolute submission is due**" **অর্থাৎ তিনি আশ্রয় জাতীয় ভগবদ্‌বিগ্রহ যাঁহার পাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে শরণাগতি বিধেয়।** আমার বন্ধুগণ (?) একথাটী একেবারে চাপা দিতেছেন কেন? এতৎপ্রসঙ্গে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার জন্য তিনি যে কুলে আবির্ভূত, সেই কুলের পরিচয় উল্লেখ করিলে কখনই "শ্রীগুরুপাদপদ্মে বা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির আরোপ হইতে পারে না। যদি হইত, তাহা হইলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীচন্দ্রশেখর ও শ্রীঝড়ু ঠাকুর প্রমুখ বৈষ্ণবগণের পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয় দিতেন না। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—পূর্ব্বাপর ঘটনাসমূহে অনভিজ্ঞ, শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত সরল সতীর্থগণ আমার বিরুদ্ধে অভিসন্ধিমূলে কল্পিত ও সৃষ্ট নানাবিধ অলীক কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা হইতে বঞ্চিত না হন।

কেহ হয়তো আমার এই বক্তব্য পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া বলিবেন, উত্তর প্রদানে অসমর্থতাহেতুই এইরূপ দৈন্যোক্তিমূলে দোষকে ধামা চাপা দেওয়া হইয়াছে। তদুত্তরে আমি বলিতে চাই, যদি তাহাই অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে কলিকাতা মহানগরীর বিশিষ্ট জনগণমধ্যে কুমার শ্রীযুক্ত হিরণ্য কুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন, শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, য়্যাড্ভান্স পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ গুপ্ত, আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত, বালিয়াটীর জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন রায় চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দত্ত মহাশয়গণের দ্বারা প্রস্তাবিত ও স্বাক্ষরিত পত্রানুযায়ী বঙ্গের শীর্ষ-স্থানীয় বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব চীফ্ জষ্টিস্ স্যার মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র এবং সলিসিটার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু, মহোদয়গণের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষের বিবদমান বিষয় বিবৃত করিয়া তাঁহাদের বিচারকে মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইতাম না। কিন্তু যাঁহারা জাগতিক লোকের বিচারাধীন হইবেন না বলিয়া মৌখিক গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছেন অথচ আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া জাগতিক জনসাধারণকে ক্ষেপাইয়া নিজের দলভারি করিবার জন্য ভোট-সংগ্রহ-তৎপর হইয়া মুদ্রিত বিজ্ঞাপনাদি সাধারণ্যে প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদের ঐসকল মনীষিগণের মধ্যস্থতা অমান্য করিবার মূলে কি অভিসন্ধি আছে তাহা কি বুদ্ধিমান্ জনসাধারণ বুঝিতে পারিবেন না? বিশুদ্ধ পারমার্থিকের কাচ কাচিয়া, জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নামের অযথা দোহাই দিয়া মৎসরতামূলে নিজেদের দাঁড়ে ছোলা না পাইয়া আদালতের

বিচার্য্য বিষয়গুলিকে এবং পারমার্থিক ব্যক্তিতো দূরের কথা সাধারণ মানবের পক্ষেও যে সকল ঘৃণিত ব্যবহার থাকিতে পারে না, তাহার বিচার বঙ্গের শীর্ষস্থানীয়, মঠের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ঐ সকল বুদ্ধিমান্, সজ্জন নিরপেক্ষ মনীষিগণ করিতে পারিবেন না বলিয়া প্রকাশ করিবার বাতুলতা, ধর্ম্মধ্বজী, কপটিগণ করিতে পারেন কিন্তু কোন সাধারণ নৈতিক মানব করিবেন না। আজ গৌড়ীয় মঠের যে কলঙ্কময় ইতিহাস সর্ব্বজগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহার জন্য যাঁহাদের বিন্দুমাত্র চিন্তা নাই, কম্বলের রোঁয়া বাছিতে গিয়া যাঁহাদের কম্বলের অস্তিত্বই খুজিয়া পাওয়া যাইতেছেনা, তাঁহারা যদি বৃথা স্পর্দ্ধা করেন যে প্রাকৃত বিচারেও যাহা কদর্য্য বলিয়া পরিগণিত, তাহারও বিচার জাগতিক লোক করিতে অসমর্থ, তাহা হইলে ইঁহাদের এইরূপ অসার-দম্ভ-যুক্ত-স্পর্দ্ধাকে কোন্ বুদ্ধিমান্ সমর্থন করিবেন? গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান বিবাদের মূলকারণরূপে পরমার্থের পোষাক থাকিলেও, বিষয়-ভোগের লালসায়, জাগতিক প্রভুত্ব লাভের কামনায় যে সকল প্রাকৃত ঘৃণিত ব্যাপার সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা বিষয়ী লোকের বিষয়-চেষ্টাকর্ত্তৃকও ধিক্কৃত হইতেছে। অবশ্য ইঁহারা হয়তো বলিবেন, ইঁহাদের বিষয় শ্রীভগবানের বিষয়, কাজেই সেই বিষয় রক্ষা করিবার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা দোষের নহে — মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, জাল ও সর্ব্ববিধ ষড়যন্ত্র পারমার্থিকগণের বিষয় রক্ষার জন্য নিয়োজিত হইলেও তাহা কখনও জাগতিক মনীষিগণের বিচারাধীন নহে।

যদি নিজেরা বিবাদ মিটাইতে না পারিয়া আদালতে যাইবার পরিবর্ত্তে মঠের প্রতি শ্রদ্ধাশীল জনগণের মধ্যস্থতায় বিবাদ মিটাইয়া পরমার্থ-সেবার জন্য সম্পত্তি-সংরক্ষণের সুযোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সুযোগ পরিত্যাগ করিলে কি প্রকারে পরমার্থ-চিন্তাধারা সংরক্ষিত হইল? শুধু কলহবৃদ্ধি করিবার জন্য আদালতে অজস্র অর্থব্যয় ও

বিজ্ঞাপনাদি দ্বারা পরনিন্দা ও পরচর্চ্চায় নযুক্ত থাকিলে—"মণিময়মনি
পিপীলিকা পশ্যতি ছিদ্রম্" ন্যায়ানুসারে সতীর্থগণের ছিদ্রানুসন্ধানের
উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেই কি বাস্তবসত্য প্রচারিত হইবে? শ্রীল প্রভু
সর্ব্বদাই উপদেশ দিতেন যে, প্রত্যেক আত্মকল্যাণার্থী পরনিন্দা ও পর
করিবার পরিবর্ত্তে প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিজের মনকে সহস্র সহস্র ঝ
দিবেন। স্মরণ রাখিতে হইবে,—"পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে
নিজের কল্পিত মতের সহিত না মিলিলেই সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যের স
ঐক্যতানবিশিষ্ট বাণীকেও পাষণ্ডের উক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ মৎসরত
পরিপূর্ণ পরিচয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের চরণে একান্ত প্রার্থনা, আমরা
মৎসরতা সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জন দিয়া তন্নির্দ্দিষ্ট পথে নির্ম্মৎসর ভাগবতধ
আচার ও প্রচার সুষ্ঠুভাবে করিতে পারি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূ
(শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী, মঠের
একজিকিউটার ও সেবাইত।

THE CALCUTTA PRINTING CO., LTD.